ALL INDIA RADIO, SILCHAR

****

EVENING BULLETIN : BENGALI

Date: - 05-07-2024

Time: 19:45-19:55 Hrs

---

(১) রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি/ বরাক উপত্যকার তিন জেলার কিছু কিছু নদীর জল কমতে শুরু করলেও বিভিন্ন স্থানে বন্যাদুর্গতরা এখনো আশ্রয় শিবিরে/

(২) সম্পূর্ণতা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল কাছাড় জেলায় বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ/

(৩) প্রশাসনিক সংস্কার ও গণ অভিযোগ শাখায় 'শিক্ষা সেতু-অসম'কে কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৪ সালের ই-গর্ভনেন্স'এর জাতীয় পুরস্কার প্রদান/

এবং

(৪) চলতি বছরের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রবেশ পরীক্ষা অর্থাৎ নীট-পিজি এন্ট্রান্সের সময়সূচী ঘোষণা/

রাজ্যের কয়েকটি স্থানে আজ বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও বহুসংখ্যক স্থান এখনো বন্যার কবলে রয়েছে । সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যের ২৯টি জেলার ২১লক্ষেরও বেশি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মা

আজ ডিব্রুগড় জেলার বেশকয়েকটি স্থানে গিয়ে বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়েছেন । এছাড়া শিবসাগর, গোলাঘাট, মাজুলি, গোয়ালপাড়া, বড়পেটা, কাজিরাঙা, বাক্সা, ধুবড়ি ইত্যাদি জেলায় বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে । বিভিন্ন স্থানে বন্যাদুর্গতদের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে রাজ্যের মন্ত্রীরা সেসব স্থান পরিদর্শন করছেন ।

এদিকে বরাক উপত্যকার তিন জেলার বন্যা পরিস্থিতি আজ কিছুটা উন্নতি হয়েছে । উপত্যকার প্রধান নদী বরাকের জল খুব ধীরগতিতে কমতে শুরু করলেও স্থানে স্থানে উপনদীগুলির জল পার্শ্ববর্তী নীচু এলাকা প্লাবিত করছে । বেশকয়েকটি স্থানে ছোট ছোট বাঁধ ভেঙে সংশ্লিষ্ট স্থানের আশপাশের এলাকাগুলি প্লাবিত করেছে । শালচাপড়া এলাকায় এখনো জল প্রধান সড়কের উপরে কিছুটা কমলেও ঐ সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে সাবধানতা অবলম্বন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে । কাছাড় জেলার বিশেষ করে কাটিগড়া, বড়খলা এবং শিলচর এলাকার নীচু জায়গাগুলিতে বন্যার জল ঢুকেছে । জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৈরি করে দেওয়া আশ্রয় শিবিরগুলিতে বন্যা দুর্গত লোকেরা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । এছাড়া শিলচরের বৃহত্তর রংপুর এলাকা, করাতি গ্রাম ইত্যাদি স্থানে বহু লোক এখনো বন্যার ফলে গৃহহীন হয়ে রয়েছেন ।

করিমগঞ্জ জেলায়ও স্থানে স্থানে বন্যার জল কমতে শুরু করলেও দুর্গত মানুষেরা বহুস্থানে এখনো আশ্রয় শিবিরগুলিতে রয়েছেন । এদিকে হাইলাকান্দি জেলার বন্যা পরিস্থিতির আজ কিছুটা উন্নতি হয়েছে । জেলার প্রধান দুটি উপনদী- ধলেশ্বরী ও কাটাখাল এবং প্রধান নদী বরাকের জলস্তর কিছুটা কমতে শুরু করেছে । জেলার পাঁচটি রাজস্ব চক্রের বিভিন্ন গ্রামে জল ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে । শিবিরগুলিতে বন্যা দুর্গত লোকেরা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । এছাড়া শিলচরের বৃহত্তর রংপুর এলাকা, করাতি গ্রাম ইত্যাদি স্থানে বহু লোক এখনো বন্যার ফলে গৃহহীন হয়ে রয়েছেন ।

করিমগঞ্জ জেলায়ও স্থানে স্থানে বন্যার জল কমতে শুরু করলেও দুর্গত মানুষেরা বহুস্থানে এখনো আশ্রয় শিবিরগুলিতে রয়েছেন । এবারের বন্যায় জেলার ৪৯ টি গ্রাম ক্ষতিগ্রসত হয়েছে। বর্তমানে জেলা প্রশাসনের খুলে দেওয়া

৪০টি আশ্রয় শিবিরে মোট আড়াই হাজার লোক আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন । এইধরণের বন্যা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে করিমগঞ্জ জেলার সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ।

এদিকে হাইলাকান্দি জেলার বন্যা পরিস্থিতির আজ কিছুটা উন্নতি হয়েছে । জেলার প্রধান দুটি উপনদী- ধলেশ্বরী ও কাটাখাল এবং প্রধান নদী বরাকের জলস্তর কিছুটা কমতে শুরু করেছে । জেলার পাঁচটি রাজস্ব চক্রের বিভিন্ন গ্রামে জল ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে । আজ সন্ধ্যায় গাড়মুড়াতে ধলেশ্বরী নদীর জল বিপদসীমার এক মিটার ৭৭ সেন্টিমিটার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে । জলসম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী এখানে জল ঘন্টায় বারো সেন্টিমিটার করে কমছে । অন্যদিকে কাটাখাল নদীর জল কমতে শুরু করলেও এখনো বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । আজ সন্ধ্যায় মাটিজুরিতে কাটাখাল নদীর জলসীমা হচ্ছে- ২১ দশমিক ১-০ মিটার । এখানে নদীর বিপদসূচক চিহ্ন হচ্ছে- ২০ দশমিক ২-৭ মিটার । এদিকে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার বন্যাক্রান্ত লোকেদের জন্য ন'টি আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছে । এই শিবির গুলিতে এক হাজার তিনশো পাঁচজন লোক আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে । এদিকে হাইলাকান্দি জেলার প্রবেশ পথ- শালচাপড়া রেল গেটের সামনের জাতীয় সড়ক এখনো জলমগ্ন থাকায় যান চলাচল ব্যহত হচ্ছে । এবং হাইলাকান্দি থেকে মাটিজুরি হয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পথও বন্যার জল বাড়ায় বন্ধ রয়েছে ।

কেন্দ্রীয় জল কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে যে আজ সন্ধ্যা ছটায় করিমগঞ্জে কুশিয়ারা নদী বিপদসীমার এক মিটার ১৯ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানে জল ঘন্টায় এক সেন্টিমিটার করে কমছে । হাইলাকান্দি জেলার মাটিজুড়িতে কাটাখাল নদী বিপদসীমার ৮৩ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানেও জল কমছে ।

এদিকে জল সম্পদ বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে যে আজ রাত সাতটা পর্য্যন্ত শিলচর অন্নপূর্নাঘাটে বরাক নদী বিপদসীমার ৭১ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানে জল ঘন্টায় তিন সেন্টিমিটার করে কমছে ।

সমগ্র রাজব্যাপী শুরু হওয়া ‘সম্পূর্ণতা অভিযান’এর অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর মহকুমায় বিভিন্ন কার্যসূচী পালন করা হবে । গতকাল থেকে সমগ্র দেশে নীতি আয়োগের উদ্যোগে এই অভিযান আরম্ভ করা হয়েছে । আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে তিনমাস ব্যাপী আয়োজিত এই অভিযানের লক্ষ্য হচ্ছে- সবকটি উচ্চাকাঙ্খামূলক জেলা এবং উন্নয়ন খন্ডে বারোটি মূল সামাজিক খন্ডের সূচকের ক্ষেত্রে একশো শতাংশ পরিপূর্ণতা লাভ করা । এই অভিযানের আওতায় উচ্চাকাঙ্খী জেলা ও উন্নয়ন খন্ডগুলিতে মূলতঃ প্রথম তিনমাসে পঞ্জীয়নভুক্ত প্রসূতির সংখ্যা, সংহত শিশুবিকাশ সেবার আওতায় প্রসূতিদের পরিপূরক খাদ্যের যোগান দেওয়া, শিশুদের সম্পূর্ণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধির হার, সরকারের ২০১৫ সালে কৃষকদের জন্য আরম্ভ করা সয়েল হেল্‌থ কার্ডের মাধ্যমে মাটির নমুনা সংগ্রহের হার,প্রতিটি উন্নয়ন খন্ডে মধুমেহ ও উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগীদের সনাক্তকরণের হার এবং একই উন্নয়ন খন্ডে থাকা আত্মনির্ভরশীল গোষ্ঠীর পাশাপাশি বিভিন্ন তহবিল থেকে অর্থ লাভ করা গোষ্ঠীর হার, বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হার ও পাঠ্যক্রম আরম্ভ হওয়ার একমাসের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্য হাতে নেওয়া হয়েছে । হাইলাকান্দি জেলার বেশকয়েকটি উন্নয়ন খন্ডকেও এই অভিযানের আওতায় আনা হয়েছে । এদিকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি স্বতোস্ফূর্তভাবে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করছে । অরুণাচল প্রদেশের নামসাই জেলার চৌখাম জেলায় এবং নাগাল্যান্ডের কিফিরে’তে এই অভিযানের সূচনা করা হয়েছে । এছাড়া মণিপুরের চূড়াচান্দপুর জেলার লমকা সাউথ ব্লকে গতকাল এই অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করা হয়েছে ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পেরিস অলিম্পিকে অংশ গ্রহণকারী ভারতীয় দলটির সংগে মত বিনিময় করে এই দলটি প্রতিযোগীতায় সাফল্য অর্জন করে দেশকে গৌরবান্বিত করবে বলে আস্থা প্রকাশ করেন ।
শ্রী মোদী বলেন যে ভারতে ২০৩৬ সালে অলিম্পিকের আয়োজন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে । তাই বিশেষকরে পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে । এর আগে সামাজিক মাধ্যমে শ্রী মোদী ভারতীয় খেলোয়াররা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে দেশকে গৌরবান্বিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন ।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার ও গণ অভিযোগ শাখা ২০২৪ সালের ই-গর্ভনেন্স'এর জাতীয় পুরস্কারের জন্য 'শিক্ষাসেতু- আসাম'কে বাছাই করেছে । মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মা 'শিক্ষাসেতু'র এই স্বীকৃতির জন্য সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । এই স্বীকৃতি প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যকে প্রেরণা যোগাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন । উল্লেখ্য- আগামী আট ও নয়ই আগস্ট মুম্বাইতে অনুষ্ঠেয় ই-গর্ভনেন্স'এর ২৭ তম জাতীয় সম্মেলনের সময়ে 'সমগ্র শিক্ষা অসম'কে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু সামাজিক মাধ্যম যোগে জানিয়েছেন ।

এন সি ই আর টি জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ও বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠাক্রম পরিকাঠামোর অধীনে নতুন পাঠ্যবই প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রেখেছে । উল্লেখ্য ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যবই প্রবর্তন করা হবে ।শিক্ষা মন্ত্রনালয় সূত্রে জানানো হয়েছে যে নতুন পাঠ্যবই প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ও তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ৯ টি পাঠ্যবই ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে ।বাকী ৮ টি পাঠ্যবই খুব শীঘ্র প্রকাশ করা হবে বলে মন্ত্রনালয় সূত্রে জানানো হয়েছে ।নতুনদিল্লীতে গতকাল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বিদ্যালয় , শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের সচিব , কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ সি বি এস ই র অধ্যক্ষ ও জাতীয় শিক্ষা

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এন সি ই আরটির সঞ্চালকের সংগে পাঠ্যবই প্রণয়নের কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন ।

চলতি বছরের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রবেশ পরীক্ষা অর্থাৎ নীট-পিজি আগামী ১১ ই আগষ্ট দুটি সময়সূচীতে অনুষ্ঠিত হবে ।জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান পরীক্ষা পরিষদ আজ পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচী প্রকাশ করেছে ।উল্লেখ্য এই পরীক্ষা গত মাসে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল তবে কিছু প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষার একদিন আগেই এই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল ।

এস ইউ সি আই (কমিউনিষ্ট) দলের কাছাড় জেলা কমিটির এক প্রতিনিধ দল আজ শিলচর শহরের সরকারী বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় , সরকারী বালক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন ত্রান শিবির পরিদর্শন করে বন্যাক্রান্তদের অভাব-অভিযোগ সর্ম্পকে অবগত হয়েছে । পরে প্রতিনিধি দলটি অতিরিক্ত আয়ুক্ত কিমচিন লামচং-এর সঙ্গে দেখা করে আশ্রয় শিবিরগুলিতে পর্য্যাপ্ত ত্রান সামগ্রী এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের দাবী জানিয়েছে । প্রতিনিধি দলে দলের পক্ষে ভবতোষ চক্রবর্তী , অজয় রায় প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন ।

কাছাড়ের পুলিশ সুপার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে গত ২৮শে জুন স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত নিলাম প্রক্রিয়া জেলার বন্যা পরিস্থিতির জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে । নিলামের পরবর্তী দিনক্ষন পরে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তীতে জানানো হয়েছে ।